হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 6, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, July 2012

যদি একদল সিংহের নেতৃত্ব করে একটা হরিণ, তাহলে সেই বাহিনীকে দেখে বেশী ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কিন্তু হরিণদের একটি দলের নেতৃত্ব যদি একটা সিংহ করে, তাহলে সেই দলটিকে ভয় পেতে হবে

—ভি.কে.সিং
(অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ)

সংহতির দ্বিতীয় মহিলা সম্মেলন

ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মহিলাকর্মীরা।

হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় মহিলা সম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়ে গেল গত ২২শে জুন কলকাতার ভারতসভা হলে। প্রথম মহিলা সম্মেলন হয়েছিল ২০১০ সালে। এই দ্বিতীয় মহিলা সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু সংহতির প্রায় ৩০০ মহিলা কর্মী ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠছিল সংকল্পের দৃঢ়তা। অনেক মার খেয়ে, অনেক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মেয়েরা আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠিতা হয়ে থাকলে যে চলবে না—এ কথা তারা বক্তৃতা শুনে বা বই পড়ে শেখেনি। তারা শিখেছে জীবন থেকে, বাস্তব পরিস্থিতি থেকে।

এই মহিলা সম্মেলনে একের পর এক মহিলা প্রতিনিধি তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রতিরোধের কথা তুলে ধরলেন। বাসন্তী ব্লকের এক মহিলা তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, ''যে মুসলিম দুষ্কৃতিরা ঝামেলা করতে এসেছিল পুলিশ তাদেরকে বললো—আমরাই ওদের সঙ্গে পারি না, আর তোরা ওদের সঙ্গে লড়তে এসেছিস?'' হাওড়া সাঁকরাইলের যুবতী প্রতিনিধি পাপিয়া মণ্ডল বলিষ্ঠভাবে বক্তব্য রাখলেন। বনগাঁ, বাগদা, স্বরূপনগর ও চণ্ডীতলা ব্লকের প্রতিনিধিরাও তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন। সদ্য বিধর্মী বর্বরতার শিকার তারানগর গ্রামের মহিলা প্রতিনিধিও গত ১৪ই মে-র বীভৎস ঘটনার বিবরণ দিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার মহিলা প্রতিনিধিরা তাদের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বারুইপুর ব্লকের মহিলা প্রতিনিধিরা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বিরাট মিছিল সহকারে সভাস্থলে পৌঁছায়।

হিন্দু সংহতির এই দ্বিতীয় মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বীরমাতা শ্রীমতি সুমিত্রা দেবী কোঠারি যাঁর দুই সন্তান রাম ও শরৎ রামমন্দির অন্দোলনে বলিদান প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৯৯০ সালে করসেবার সময় ২রা নভেম্বর অযোধ্যায় মুলায়ম সিং-এর পুলিশের গুলিতে ঐ দুই ভাই আত্মাহুতি দেন। বীরমাতার উপস্থিতি প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি করে। এছাড়া এই সম্মেলনে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ধানবাদ থেকে আগত শ্রীমতি হেনা দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফলতার শিক্ষক সাহিত্য গুণরত্ন শ্রী অমরেশ মুখোপাধ্যায় ও সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ।

মথুরায় কোসিকলা দাঙ্গা

উত্তরপ্রদেশে মথুরা জেলায় মথুরা থেকে ৪৫ কিমি দূরে ছোট্ট শহর কোসিকলা। সেখানে অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল। এই দাঙ্গায় সরকারী হিসাবে ৪ জন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়েছে। বেসরকারী মতে আহত ও নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি।

ঘটনার সূত্রপাত ১লা জুন শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় সব্জি মণ্ডি মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ার সময়। মসজিদের বাইরে একটি ড্রামে জল রাখা ছিল। অভিযোগ, দেবা নামে এক হিন্দু ব্যবসায়ী ঐ ড্রামের জল নিয়ে হাত ধুয়েছিল। মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসার সময়ে খালিদ শেখ তা দেখে ফেলে এবং দেবাকে গালাগালি করতে থাকে। দেবা ক্ষমা চায়। কিন্তু খালিদ মসজিদ থেকে অন্য মুসলিমদের ডেকে এনে দেবাকে মারধোর করতে থাকে। তাই দেখে বাজারের অন্য হিন্দু ব্যবসায়ীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। তখন মসজিদের ভিতর থেকে এই হিন্দুদের উপর পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। খালিদ শেখ কোসিনগরে মুসলিম এলাকা নিকাসে খবর দিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকেরা এই নিকাসকে মিনি পাকিস্তান বলে। সেখান থেকে বহু আগ্নেয়াস্ত্র সহ মুসলিম দুষ্কৃতিরা বাজারের দিকে এগোতে থাকে। মাঝে পড়ে হিন্দুবহুল এলাকা বলদেবগঞ্জ। সেখানকার হিন্দুরা তাদেরকে আটকে দেয়। তখন ঐ দুষ্কৃতিরা নিকাসের শেষ প্রান্তে অবস্থিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর উপর হামলা করে। ব্যাঙ্কের ভিতর ঢুকতে না পেরে বাইরে থেকেই আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর ঐ এলাকায় প্রায় সমস্ত হিন্দু বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর ও লুটপাঠ করে এবং মহিলাদের সঙ্গে অত্যন্ত অশ্লীল আচরণ করে। হিন্দুদের বাড়ির বাইরে রাখা গাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে অনেক গাড়ি পুড়ে যায়। আর.কে.গর্গ, গুড্ডু হতানিয়া, কিষাণ পণ্ডিত, প্রতীক জৈন এবং আরও বেশ কিছু হিন্দুর বাড়ি, গাড়ি, দোকান এবং গোডাউনের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। হিন্দু যুবকরা বাধা দিতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খায় কারণ হামলাকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এবং তারা সশস্ত্র ছিল। দাঙ্গাকারীরা সব্জি মণ্ডি, আনাজ মণ্ডি এবং আরও অনেকগুলি বাজার জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। তাদের হাতে পেট্রলের টিন দেখে সহজেই বোঝা যায় এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। হিন্দু

য়

বোমাবাজি হয়, মুসলিমদেরকে ধাওয়া করে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুরাই ফোন করে পুলিশ ডেকে আনে ও এলাকায় সাময়িক শান্তি স্থাপিত হয়।

জয়নগর ও কুলতলি থানার অন্তর্গত এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলায় আজ হিন্দুরা কিছুটা পরিমাণে সচেতন ও সংগঠিত হয়েছে। গত ২৪শে জুন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ গিয়ে দক্ষিণ বেলে গ্রামে সভা করেন।

জয়নগরে হিন্দু প্রতিরোধ

জয়নগর থানায় বেলে দুর্গানগর অঞ্চলে মধ্যবেলেগ্রাম। সেখানে সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত পাড়ায় জনৈক সিপিএম সমর্থক তার তিন বিঘা জমি এক মুসলমানকে বিক্রি করে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। নিয়মমত এই কাজ বেআইনি। কারণ ঐ জমির সংলগ্ন জমিগুলির মালিকদের বিক্রির কোন প্রস্তাব না দিয়ে উক্ত সিপিএম সমর্থকটি এই কাজ করে। হিন্দুর পিছনে বাঁশ দিয়ে মুসলিম তোষণ করা তাদের চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু দক্ষিণ বেলের হিন্দুরা এই অন্যায় মানতে পারে না এবং তারা এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করে। কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। গত ২৩শে জুন উক্ত মুসলিম ক্রেতা তার বিরাট দলবল নিয়ে ঐ জমির দখল নিতে আসে। তখন আশপাশের গ্রামগুলির হিন্দুরা মধ্যবেলের হিন্দুদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। দুপক্ষের তুমুল

আমাদের কথা

হিন্দু জনশক্তির বিস্ফোরণ চাই

জীবন মণ্ডলের হাট লড়েছিল। তারানগর রূপনগর লড়েনি। জীবন মণ্ডলের হাটে চ্যাংড়া ছেলেগুলির কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না, যদিও তাদের বাবারা অনেকেই রাজনীতির পাকা লোক ছিলেন। এই চ্যাংড়া ছেলেগুলো মুসলমানের অত্যাচারের প্রতিকারে তাদের বাবাদের দলের উপর ভরসা না করে হিন্দু সংহতির নামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। সে প্রতিরোধের গায়ে কোনো দলীয় ছাপ লাগতে দেয়নি। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই আজ এই হাট শুধু অত্যাচার মুক্ত এবং হিন্দুরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, ওখানকার ছেলেরা আজ আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের হিন্দুদের ভরসাস্থল। অথচ তারানগর, রূপনগরে ষোলো বৎসর আগে বিজেপির নেতা বিমল হালদার নিহত হওয়ার পরে ওখানকার হিন্দুরা সিপিএমের ছত্রছায়ায় গিয়েছিল বাঁচবে বলে। সেই গ্রাম দুটোই গত ১৪ই মে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দুই গৃহবধূর উপর নির্যাতনের প্রতিকার কোনোদিন করা যাবে কিনা কেউ জানে না। কিন্তু এটা সবাই জানে যে, আমাদের ঘরের এই দুই মহিলার মান আমরা আর হয়ত কোনোদিনই ফিরিয়ে দিতে পারব না। মান ফেরাতে হলে যে, দুঃশাসনের রক্ত দিয়ে দ্রৌপদীর বেণী বেঁধে দিতে হবে। সে কাজ বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসখা অর্জুনও পারেনি। পেরেছিল ভীম। আজ কি তারানগর, রূপনগরে কোনো ভীম আছে?

এই দুটি স্থানটিই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার মধ্যে অবস্থিত। খুব কাছেই পড়ে কুলতলি থানা। জীবন মণ্ডলের হাট ও তারানগরের এই দুরকম আলাদা পরিণতি দেখে আশপাশের বহু গ্রামে এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে। হিন্দুদের বাঁচতে হলে কোন্‌টা ঠিক? হাট না তারানগর? মানুষ সিদ্ধান্তে এসেছে—তারানগর নয়, হাটকেই আমরা অনুসরণ করব। তাই জয়নগর ও পাশাপাশি কুলতলি থানার বহু গ্রামে বহু দিন ধরে রাজনীতি করা পোড় খাওয়া মানুষরা আজ রাজনৈতিক ব্যানার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিন্দু সংহতির নামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জোরালো ও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে আছে এস ইউ সি-র আধিপত্য। আর তাদের প্রতিপক্ষ সিপিএম। রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল টি এম সি। মানুষের অভিজ্ঞতায় মুসলিম তোষণের বিষাক্ত ব্যাধিতে এই তিনটি দলই আক্রান্ত। তার উপর হাট ও তারানগরের অভিজ্ঞতা। তাই আজ মানুষের নতুন চিন্তা হিন্দু সংহতি। সংহতির বৈঠকে ২০-২৫টা করে গ্রামের প্রতিনিধিরা যোগ দিচ্ছেন। গত ৫ই জুন কুলতলি থানার জালাবেড়িয়াতে দেখা গিয়েছিল হিন্দু শক্তির স্ফুলিঙ্গ। সামান্য প্ররোচনায় সেই স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হতে পারত। দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু নিষ্পেষণে অভ্যস্ত পুলিশ প্রশাসন কুঁকড়ে গিয়েছিল। সুযোগ এসেছিল হিন্দুর দাবী আদায় করার। ঠিক সেই সময় বিজেপির জেলা সভাপতি শ্রী দেবতোষ আচার্যের সহযোগিতায় প্রশাসন রেহাই পেল, আর হিন্দুর সঙ্গে করা হল বিশ্বাসঘাতকতা। একটু হাঁপ ছাড়তেই প্রশাসন চরম নির্লজ্জের মত তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি অস্বীকার করল। বিজেপি ও পুলিশ প্রশাসন উভয়ে মিলে হিন্দুর পিঠে ছুরি মারল—তার বিশদ বিবরণ আজ জালাবেড়িয়া এলাকার সমস্ত গ্রামের মানুষরা জানে। পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি যে, শুধু বিজেপি নয়, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো প্রশাসনের সঙ্গে একজোট হয়ে হিন্দুদেরকে ধোঁকা দিয়েছে।

গত ৫ই জুনের ঘটনা আবার একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, গ্রামে গ্রামে হিন্দুর অবস্থা আজ সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত। রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, ইসলামিক ক্রমবর্ধমান জনবল, ধনবল, অস্ত্রবল, মসজিদ-মাদ্রাসার নেটওয়ার্ক ও সর্বোপরি ভোটবল এই সাত শত্রুর মধ্যে দাঁড়িয়ে একা গ্রামের হিন্দু। সদ্য খবর পাওয়া গেল বনগাঁ সীমান্তে আংগরাইল গ্রামের শঙ্কর বিশ্বাসের উঠোনের উপর দিয়ে রোজকার মত যখন বাংলাদেশে গরু পাচার হচ্ছিল ৫ই জুলাই, সে বাধা দিতে গেলে বিএসএফ-এর লাঠির ঘায়ে তার মাথা ফাটল। আরও সদ্য দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম কলকাতায় এসে বলে গেলেন—গরু পাচার রুখতে বিএসএফ গুলি চালাতে পারবে না। তাই বিএসএফ-এর হাতে এখন শুধুই লাঠি। সেই লাঠির ঘা পড়বে নিরীহ বৈধ হিন্দু নাগরিকের উপরে। এই চক্রব্যূহে পড়া হিন্দু বাঁচবে কি করে? একমাত্র উপায় জনতা জনার্দনের শক্তির বিস্ফোরণ। কোনো রাজনৈতিক ঝাণ্ডা বা নামাবলী এই জনশক্তির বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না।

হিন্দুকে বাঁচাতে তারানগরে সিপিএম পারেনি, কলাহাজরায় আরএসপি পারেনি, জালাবেড়িয়াতে এসইউসি পারনি, পূর্বস্থলীতে বিজেপি পারেনি, মঙ্গলকোটে তৃণমূল পারেনি। কোথাও কোন রাজনৈতিক দল পারবে না। যদি পারত তা হলে আমাদের পূর্ববঙ্গটা আজ বাংলাদেশ হত না। তাই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে চাই হিন্দু ধর্মীয় ঐক্য। সামাজিক ঐক্য। চাই না কোনো রাজনৈতিক ঝাণ্ডা। বেশি দেরি হওয়ার আগেই এই বোধ না আসলে পশ্চিমবঙ্গ বৃহত্তর বাংলাদেশে ঢুকে যাবে। এখান থেকে হিন্দুকে আবার ভিটে হারা হয়ে রিফিউজি হতে হবে।

গোয়ার অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ

হিন্দু সংহতির তরুণ কর্মী দেবব্রত আর নেই

গ্রাম-উত্তর বেড়ন্দরী (হটুগঞ্জ), থানা-কুলপী, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা। পিতা-সিদ্ধেশ্বর মান্না, বয়স-১৫ বছর, পেশা-ব্যবসায়ী। সিদ্ধেশ্বর মান্না দুটি পুত্র ও স্ত্রী নিয়ে একটি ছোট চায়ের দোকান করে সুখের সংসার গড়ে তুলেছিল। নিয়তির পরিহাসে চার বছর আগে বড় পুত্র সুব্রত পারিবারিক কারণে আত্মহত্যা করে, উল্টোরথের দিনে। তারপর থেকে সিদ্ধেশ্বর মান্না ও তার স্ত্রী ছোট ছেলে দেবব্রতকে নিয়ে নতুন স্বপ্ননীড় গড়ে তোলেন।

এবছর দেবব্রত উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে। বি.এ. ভর্তির জন্য বীরেশ্বরপুর কলেজে ফর্ম তুলে জমা দেয়। তার জ্যাঠামশায়ের মেয়ে অর্থাৎ ছোটদিদির বিবাহ ঠিক হয় ৫-৭-১২ তারিখ বৃহস্পতিবার। সেই কারণে পিসির ছেলে সাগর তেলীর সঙ্গে বাইক নিয়ে ২৮ জুন দেবব্রত যায় কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে।

২৯ জুন তারিখে শুক্রবার উল্টোরথের দিনে সকালে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত জানত না যে তার আর বাড়ি ফেরা হবে না। আর সেই কারণে ডায়মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত কলাগাছি বাস স্টপেজের কাছে বাঁকের মুখে একটি লরিকে অতিক্রম করতে গিয়ে লরিটি হঠাৎ বাঁদিকে বাঁকলে বাইকে লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাগর ও দেবব্রত দুজনে ছিটকে পড়ে যায়। বাইকটি দেবব্রত-র গায়ের উপর পড়ে ও লরির পেছনের চাকা বাইকটির পিছনের অংশের উপর দিয়ে চলে যায়। তারপর সাগর ডায়মণ্ডের কাছাকাছি থাকা বন্ধুদের এবং বাড়ির লোকেদের ফোন করে। সাগরের বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেবব্রতকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভ্যানে করে ডায়মণ্ড হারবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় এবং সাগরকে সঙ্গে করে নিয়ে হাসপাতালে আসে।

ডাক্তাররা সাগরকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার কিছু ঔষধ লিখে ছুটি দিয়ে দেয়। আর দেবব্রতকে সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন, সেলাই ও ইঞ্জেকশন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য লিখে দেয়। সাগরের বন্ধু ও দাদারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে পি.জি.হাসপাতালে ভর্তি করে। এরপর ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করার পর বেলা ১টা ৩০ মিনিটে এসে জানিয়ে দেয় যে আমরা পারলাম না। অর্থাৎ দেবব্রত আমাদের এবং তার পিতামাতার কাছে থেকে চিরবিদায় নেয়।

এই দেবব্রত ছিল আর পাঁচটা ছেলেদের থেকে একটু অন্যরকমের। সে কোনো নেশা করত না, বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, মুখে অবিরত হাসি লেগে থাকত। সে যে কোনো লোককে বা ছেলেকে অতি সহজে আপন করে নিত।

সে ছিল হিন্দু সংহতির নবযুগের একজন তরুণ দৃঢ়চেতা সদস্য। সে বড়দের যথাযোগ্য সম্মান করতো এবং বড়দের দেওয়া কাজ যদি পারে কোনোদিন কোনো অজুহাত দেখাত না। দেবব্রত মান্নার জীবনাবসানে আমরা সবাই শোকাহত ও মর্মাহত। তাই তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনার উদ্দেশ্যে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে ২ জুলাই সকাল ৯-৩০ মিনিটে শোকসভার অনুষ্ঠান হয়।

মথুরায় কোসিকলা দাঙ্গা

মহিলাদের সঙ্গেও অমানবীয় ব্যবহার করা হয়। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্থানীয় মালী জাতির সোনু নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার শরীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু অধ্যুষিত সৈনী এলাকায় অনেক মহিলা বোমার আঘাতে আহত হয়। মথুরা থেকে পুলিশ বাহিনী ছুটে আসে ও সম্পূর্ণ এলাকায় কার্ফু জারি হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকে হিন্দুরা এসে প্রায় এক ডজন মুসলমানের দোকানেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

পরের দিন ভোররাত থেকে কোসিকলা মসজিদ থেকে মাইকে উস্কানিমূলক প্ররোচনা দেওয়া শুরু হয়। ১লা জুন বিকাল থেকেই আশপাশের সমস্ত বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার উপর কার্ফু, তাই মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য দিল্লীর জামা মসজিদ থেকে খাদ্যশস্য বোঝাই করা ট্রাক পাঠিয়ে দেয় ইমাম বুখারি। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রভাবশালী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের মন্ত্রী আজম খাঁনের নির্দেশে স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের দ্রুত বদলি করে অন্য অফিসারদের নিযুক্ত করা হয়। প্রশাসন মোট একশো একাত্তরজনের নামে এবং আরও বারোশো অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে এফ.আই.আর দাখিল করে যাদের মধ্যে বেশিরভাগই হিন্দু। এই এফ.আই.আর-এ বিগত বি.এস.পি. সরকারের মন্ত্রী চৌধুরী লক্ষ্মীনারায়ণ, তার ভাই ও বি.এস.পি.-র এম.এল.সি চৌধুরী লেখরাজ সিং এবং তার ছেলে নরদেব সিং-এরও নাম আছে। সরকারী বিবৃতি অনুসারে এই দাঙ্গায় নিহতদের নাম সালাউদ্দিন, কাল্লু ও ডুরা (যমজ ভাই) এবং সোনু সৈনী। কাল্লু-ডুরার ভাই সালিম থানায় প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সিং ও তার পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে। নিহতদের প্রত্যেককে পাঁচ লাখ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। জেলার ডি.এম ও এস.পি বদলি হয়ে গেছে। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কথা।

ফারাক্কায় মহিলার সম্ভ্রমহানি

মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কা থানার অন্তর্গত ভৈরবডাঙ্গা গ্রামে এক হিন্দু গৃহবধূ মালতি দাস (নাম পরিবর্তিত) তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বল্লারপুর পুলিশ ফাঁড়িতে যাচ্ছিল নালিশ করতে। তারিখ ছিল ২৬শে জুন, ২০১২। মালতি দাস যখন আবলা সেতুর কাছে, তখন চরু শেখ নামে এক ব্যক্তি ওখান দিয়ে মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিল। সে মালতি দাসকে জিজ্ঞাসা করলো কোথায় যাচ্ছে। মালতি দাস ফাঁড়িতে যাচ্ছে শুনে চরু শেখ তাকে মোটর বাইকে করে এগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। চরু শেখ মালতি দেবীকে কাকিমা বলে সম্বোধন করায় তার মনে কোন সন্দেহ হয়নি। তাই সে চরু শেখের মোটরবাইকের পিছনে উঠে বসলো। রাস্তাটি দুপাশে পাটখেতের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। নির্জন রাস্তা। কিছুদূর গিয়েই চরু শেখ মোটরবাইক থামিয়ে মালতি দেবীকে টেনেহিঁচড়ে পাটখেতের মধ্য নিয়ে গেল। মালতি দেবী হাতজোড় করে বারবার মিনতি করল এবং প্রতিরোধের চেষ্টা করা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত বাধা দিতে পারলো না। উল্টে মালতি দেবীকে ভয় দেখালো যে তাকে এবং তার দুই সন্তানকেও মেরে ফেলবে। তারপর মালতি দেবীকে বারবার ধর্ষণ করে এবং তাকে আধমরা অবস্থায় মাঠে ফেলে রেখে চলে গেল। মালতি দেবী কোনরকমে বিধ্বস্ত অবস্থায় নিজের গ্রামে ফিরে গেল এবং পরদিন সকালে ফারাক্কা থানায় গিয়ে চরু শেখের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করল। পুলিশ অভিযোগ নিল বটে, কিন্তু মালতি দেবীর মেডিকেল টেস্টের ব্যবস্থা করলো না। সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত চরু শেখ ধরা পড়েনি এবং পুলিশেরও গা ছাড়া ভাব।

হিন্দু ঐক্যের পূর্ব শর্ত ঃ অভিজ্ঞতা সোনাখালি

তপন কুমার ঘোষ

দুটো অভিজ্ঞতার কথা আজকে বলি। এই দুটি অভিজ্ঞতারই শিক্ষা একই। সেই শিক্ষাটা আমার খুব কাজে লেগেছে। প্রথম অভিজ্ঞতা শহীদতীর্থ সোনাখালি, দ্বিতীয়টি কাশ্মীরে পুঞ্চ।

২০০১ সাল। আমি তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ২৪ পরগণার বিভাগ প্রচারক। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বাসন্তী থানার অন্তর্গত তিন নং সোনাখালী গ্রামে সংঘের শাখা শুরু হল। বিভাগ প্রচারক হিসাবে এই শাখা পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পারলাম, এই গ্রামে মুসলমানের প্রচণ্ড অত্যাচার। গ্রামের মধ্যে একটি সরকারি খাল আছে। তার দুদিকেই হিন্দুদের বাড়ি। কিন্তু তারা এই খালে মাছ ধরতে পারে না। খালের দুধার দিয়ে মাটির রাস্তা আছে পাকা রাস্তায় ওঠার। একদিকে একটি মুসলিম পাড়া থাকায় সেই দিকের হিন্দুরা ওই মুসলমানদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে পারে না, উল্টো দিকে গিয়ে খালের মাথা দিয়ে ঘুরে অন্য পাশ দিয়ে বাস রাস্তায় ওঠে। তাছাড়া মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে কথা বলতে সকলেরই যেন কিরকম একটা ভাব। যেন, আকারে ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চায়। অথচ স্পষ্ট করে মুখে কিছু বলতে চায় না। আরো শুনলাম, প্রায় সব কৃষক কাঠা প্রতি তাদের ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ মুসলিম গুণ্ডাদেরকে গুণ্ডা-ট্যাক্স দেয়। যতদূর মনে পড়ছে কাঠা প্রতি ৫ কেজি ধান। এই গুণ্ডাদের নাম নাম ইছা ও আনার। গ্রামবাসিরা এরকম উচ্চারণ করে। তাদের আসল নাম ইশাক ও আনোয়ার। গ্রামের পরিস্থিতি দেখে আমার মহাভারতের সেই বকরাক্ষসের দ্বারা অত্যাচারিত একচক্রা গ্রামের কথা মনে পড়ল, যে গ্রামে পাণ্ডবদের পাঁচভাইকে নিয়ে কুন্তীমাতা লুকিয়ে ছিলেন। এই দুই গুণ্ডাই তখন বামফ্রন্টের আর.এস.পি.-র ছত্রছায়ায় ছিল। বামফ্রন্টের সূর্য তখন মধ্য গগনে। আর ওখানে এম.পি, এম.এল.এ সব আর.এস.পির। তাই ইছা আনারের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার কারো ক্ষমতা ছিল না। গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলে বা কথা বলার চেষ্টা করে আমি প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলাম নিঃশব্দ সন্ত্রাস কাকে বলে।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে কিছু যুবক ও কিশোর অসীম সাহস অথবা অর্বাচীন সাহসে আর এস এস-এর শাখা শুরু করেছিলো। তার অল্পদিন আগেই ওই বাসন্তী থানার মধ্যে দুটি বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কোনটা আগে কোনটা পরে আমার এখন আর মনে পড়ছে না। কলাহাজরা গ্রামে আর এস পি-র হিন্দু নেতা কমল নস্করের ঘাঁটি ভাঙার নাম করে সি পি এম এর নেতৃত্বে বাইরে থেকে আসা কয়েক হাজার মুসলমান এই গ্রামে হিন্দুদের উপর ব্যাপক অত্যাচার করে পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সিপিএমের কিছু হিন্দু কর্মী এই হামলাকারীদের দলে ছিল। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরে দেখা হয়েছে। এই অত্যাচারের ভয়াবহতা দেখে তার আঁতকে উঠেছিল। এই অভিযানে গিয়ে তবেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আর.এস.পি.-র ঘাঁটি ভাঙা নয়, কমল নস্করের হিন্দু ঘাঁটি ভাঙতে এই হামলা। সেই অভিযানে কমল পালিয়ে বেঁচে ছিল, কিন্তু হিন্দু গ্রামবাসীরা রেহাই পায়নি। বেশ কিছু সময় পরে সুন্দরবনের ছোটো মোল্লাখালীতে গিয়ে কমলকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ভাড়াটে গুণ্ডারা। ক্যানিং এলাকায় প্রবল জনশ্রুতি, বিজেপি-র কিছু স্থানীয় নেতা প্রভূত অর্থের বিনিময়ে এই জঘন্য কাজে সহায়তা করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা ওই থানারই নির্দেশখালী গ্রামের। এই গ্রামে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু পাড়ায় আরতি দাসের বাড়ি। সেই বাড়ির সামনের জায়গাটুকুতে মুসলিমরা জোর করে একটি ক্লাবঘর তৈরি করতে চায়। গৃহবধূ আরতি দাস বাধা দিল। রিফিউজিদের মধ্যে কিছুটা ঐক্য থাকায় অন্যরাও এসে বাধা দিল। তার পরিণামে মুসলমানরা এসে গোটা পাড়াটা জ্বালিয়ে দিল। আর আরতি দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। এই মুসলিমরা আর. এস. পি. করত। পরে ভারত সেবাশ্রম সংঘ এই গ্রামে উনপঞ্চাশটি বাড়িতে নতুন টিনের চাল করে দিয়েছিল। আমি পরে এই গ্রামে গিয়েছি। সেখানেও দেখেছি নিঃশব্দ সন্ত্রাসের ছায়া। এখনও মনে আছে কাশীনগরে আর এস এস-এর প্রাথমিক শিক্ষাবর্গে এই নির্দেশ থেকে এগারোজন ছেলে অতি গোপনে এসেছিল শিক্ষা নিতে। তাদের মনে আশা ছিল যে, এই শিক্ষা নিয়ে গিয়ে তারা এই নিঃশব্দ সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে পারবে। অবশ্যই সে আশা বাস্তবে রূপ নেয়নি।

কলাহাজরা ও নির্দেশখালি গ্রামের এইসব ঘটনার ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে তিন নং সোনাখালি গ্রামে ছেলেরা আর এস এস-এর শাখা শুরু করেছিল। এই গ্রামে গিয়ে নিঃশব্দ সন্ত্রাসের বাতাবরণ দেখে মনটা আমার টানটান হয়ে গেল। ছেলেরা শাখার মাঠে গাছের ডালে মাইক লাগিয়েছিল। গ্রামে বহু হিন্দু মুসলমান উভয়ই কৌতূহল নিয়ে দেখতে এসেছিল। শাখার শেষে আমি মাইকে ঘোষণা করলাম—আর এস এস হচ্ছে ৩৩০০ ভোল্টের হাইটেনশন ইলেকট্রিক লাইন। আর শাখা হচ্ছে তার একটা ছোট্ট বাল্ব মাত্র। কিন্তু এই বাল্বকে কেউ ভাঙার চেষ্টা করলে সে ৩৩০০ ভোল্টের ঝটকা খাবে। অর্থাৎ আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। আজ আমি খুব ভালো করে জানি খুব বোকার মত এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলাম। সেই শেষ। তারপর থেকে আর কোনোদিন এরকম কথা বলিনি। চ্যালেঞ্জও ছুঁড়িনি। তার পরিবর্তে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি এবং হিন্দুদেরকে আহ্বান জানিয়েছি অত্যাচারে মোকাবিলা করার জন্য, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এবং তার আত্মবলিদানের জন্য।

তারপর তিন নং সোনাখালি গ্রামে লড়াই শুরু হয়ে গেল। মুসলিমদের হাতে বেদখল হওয়া কোনো এক হিন্দুর ৯ বিঘে জমি উদ্ধার হল, সংঘর্ষের ইছা মারা গেল, পাশের গ্রাম খিরিশখালির মুসলিমরা এই গ্রামের একটা পাড়া লুট করল ও জ্বালিয়ে দিল, আর এস এস-এর শাখা ভাঙতে এসে দুর্বৃত্তরা ফিরে গেল। উভয়পক্ষে প্রস্তুতি চরমে। তীব্র সংঘর্ষ। ঘটনার ঘনঘটা। এল ২০০১ সাল ১০ই ফেব্রুয়ারী। সন্ধ্যায় আমি তখন কলকাতার আর এস এস মুখ্যালয় কেশব ভবনে। টেলিফোনে খবর এলো—সংঘর্ষে চারজন স্বয়ংসেবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আনারের বাড়িতে। তখনও ক্যানিং-এর মাতলা নদীর উপর ব্রিজ হয়নি। রাত্রে যাওয়ার উপায় ছিল না। পরদিন সকালে প্রথম ট্রেন ধরে ছুটে গেলাম তিন নং সোনাখালি গ্রামে। সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন সহবিভাগ কার্যবাহ নাড়ুদা বা প্রদ্যোৎ মৈত্র। ততক্ষণে পুলিশ লাশগুলি নিয়ে চলে গেছে পোস্টমর্টেমের জন্য। বাসন্তী থানার এক মুসলিম পুলিশ অফিসার লাথি মেরে লাশগুলো অটোতে তুলেছে।

ঘটনার বিশদ বিবরণ হয়ে যাবে অতি দীর্ঘ। সংক্ষেপে, এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ তার আগেই গ্রামের সমস্ত মুসলিম তাদের গরু-বাছুরগুলো দূরে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। চারজন স্বয়ংসেবককে হত্যা করার পর তারাও গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে সেই রাত্রে।

আনারের বাড়ির বারান্দায় চারজনের রক্তের ছাপ তখনও বেশি কালচে হয়নি। আমি গিয়ে সেই বারান্দাতে বসে পড়লাম। চার শহীদের হিন্দু প্রতিরোধের সেই রক্ত চিহ্নকে আগলে নিয়ে। অপেক্ষা করতে লাগলাম তাদের দেহ কখন ফিরবে। জমতে লাগল মানুষের ভিড়। আর আসতে লাগল একের পর এক ভোট শিকারীর দল। হিন্দু শহীদের রক্তে তাদের দলীয় চিহ্নের ছাপ লাগিয়ে তারা ভোটের মাছ ধরবে। কিন্তু তার আগেই সেই রক্তচিহ্নের দখল আমি নিয়ে নিয়েছি। হিন্দু রক্তচিহ্নে কোনো রাজনৈতিক চিহ্নের ছাপ আমি লাগাতে দেবনা। হিন্দু ঐক্যের এটাই হল একমাত্র পূর্বশর্ত। তাই খালি ফিরে যেতে হলো ভোটশিকারী সব দলকেই। আমার সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে গ্রামবাসীরা কুকুর বেড়ালের মত তাড়িয়ে দিল সেই সকল ভোটশিকারীদের।

এখানে একটুখানি উল্লেখ করা দরকার। একই বামফ্রন্টের দুই শরিক হলেও এই বাসন্তী ব্লকে বা বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম এবং আর এস পি পরস্পরের চরম দুশমন। তাই ওখানে খুনোখুনি কংগ্রেস সিপিএমের হত না, হত সিপিএম আরএসপি-তে। চারজন স্বয়ংসেবকের হত্যার আগে ও পরে এই গ্রামের মানুষকে আমি বোঝাতে পেরেছিলাম যে, কলাহাজরায় সিপিএম মারল আরএসপিকে। সেখানেও শুধু হিন্দু মার খেল। আবার নির্দেশখালিতে আরএসপি মারল সিপিএমকে, সেখানেও সেই হিন্দুরাই মার খেল। তাই এসবই হচ্ছে রাজনৈতিক সংঘর্ষের আবরণে হিন্দু নিধন ও হিন্দু নিপীড়ন। শোষক দল হওয়া সত্ত্বেও উভয় দলই তাদের হিন্দু সমর্থকদের রক্ষা করতে পারেনি। তাই সমস্ত দলের পতাকাই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিন্দু পতাকার নিচে সবাইকে একজোট হতে হবে। একথা বোঝার ফলে সেখানে এক প্রচণ্ড হিন্দুশক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আমার উপর তখন প্রচণ্ড চাপ এসেছিল বিজেপির নেতৃত্বকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই চাপকে অগ্রাহ্য করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম বিজেপিকে নিয়ে গেলেই হিন্দু ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আজও আমি খুব জোরের সঙ্গে দাবী করছি যে, সেদিন আমার এই দৃঢ়তার ফলেই আজ এই এলাকায় অন্তত ৫০ (পঞ্চাশ)টি গ্রামে মুসলমানের অত্যাচার বন্ধ হয়েছে, হিন্দুরা মাথা তুলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচছে।

সোনাখালির এই সংগ্রাম ও সংঘর্ষ শুধু আমার কাছে নয় বহুজনের কাছেই এক রোমাঞ্চকর স্মৃতি। হিন্দুরা সেদিন ওখানে জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। এ যেন সেই গল্পের বাঘের বাচ্চা যে জন্মের পর থেকেই ভেড়াদের দলে পড়ে গিয়ে ঘাস খেতে শিখেছিল। আর ব্যা ব্যা করত। তারপর কোনো বাঘের নজরে আসায় তাকে যখন রক্তের স্বাদ দেওয়া হল, তারপর সে আর ভেড়াদের দলে ফিরে গেল না। ঠিক সেইরকম সোনাখালির হিন্দুরা আর কোনদিন পিছন ফিরে তাকায় নি। এলাকার চালচিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

অথচ এরকম অন্তত আরো দুটি জায়গার কথা আমার জানা আছে, যেখানে হিন্দু বিজয় হওয়ার পরেও সেই জয়কে ধরে রাখা যায়নি। সেখানে আবার মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। তারমধ্যে একটি স্থানে তো সংগ্রাম আমিই শুরু করেছিলাম—পূর্বস্থলী ২ নং ব্লক। আর একটি স্থানে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচারক সুনীল গোস্বামী। জায়গাটি ছিল এই জেলার ডোমকল থানার বাজিতপুর গ্রাম। এই দুটি স্থানেই হিন্দু জাগরণের পিছু পিছু বিজেপি ঢুকেছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফল করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দুদেরকে আবার মাথা নিচু করতে হয়েছিল। পূর্বস্থলীর ছাতনী মোড়ে আজ আবার সেই সন্ত্রাসের ছায়া, হিন্দুদের মুখ বন্ধ মাথা নিচু।

ফিরে আসি আমার প্রিয় জায়গা তিন নং সোনাখালি গ্রামের কথায়। ওখানে আর এস এস-এর শাখা শুরু হয়েছিল। ৪০-৪৫ জন স্বয়ংসেবকও হয়েছিল। কিন্তু আমার পুরোনো অভ্যাসমত শুধু কার্যালয় বা স্বয়ংসেবকের বাড়িতে না বসে চায়ের দোকান খুঁজতাম আর সেখানে গিয়ে বসতাম। সাফল্যের এটা একটা খুব বড় চাবিকাঠি। চায়ের দোকানে সবাই আসতে পারে তোমার কাছে। তার উপর অমি যখন দেখলাম দীর্ঘদিনের (এই হত্যাকাণ্ডের ৩০ বৎসর আগে শহীদ অভিজিৎ সরদারের দাদামশাই ফণীবাংলা নিহত হয়েছিলেন গোহত্যার প্রতিবাদ করায়) মুসলিম অত্যাচারের ফলে সাধারণ গ্রামবাসী আমার কাছে এগিয়ে আসছে, সেই মুহূর্ত থেকে কে স্বয়ংসেবক আর কে স্বয়ংসেবক নয় এই ভেদ আমি নিজের মনের থেকে সম্পূর্ণ মুছে দিলাম। গ্রামের প্রত্যেকটি যুবক কিশোর ও বালককে আমি স্বয়ংসেবক বলে মনে করে নিলাম এবং সেইমতই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগলাম। কোনো কাজ বলার সময় স্বয়ংসেবক খুঁজতাম না। চোখের সামনে যাকেই দেখতাম—তার নামও জানিনা, কিন্তু নিঃসংকোচেও নির্দ্বিধায় তাকে সেই কাজটা করতে বলতাম। তারাও অত্যন্ত খুশি মনে সেইসব কাজ করত। তখন থেকেই আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম যে, জন আন্দোলন তৈরি করতে হলে দলীয় বা সাংগঠনিক বেড়াটাকে ডিঙোতে হবে বা ভাঙতে হবে।

আজও সেই মধুর স্মৃতি আমার মনে পড়ে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, প্রতিটি পুরুষ নারী বৃদ্ধ বৃদ্ধা বালক শিশুরা আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসছে মাঠের ধানরোয়া ছেড়ে কাদা হাতে পায়ে ছুটে আসছে—যাদের কারোর নাম আমি জানি না। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতদিনের চেনা, পরম আত্মীয়। সংগঠনের দেওয়াল তুলে নয়, দেওয়াল ভেঙেই এই সাফল্য আমি পেয়েছি। দলীয় শক্তি নয়, সাংগঠনিক শক্তি নয়, জনশক্তির উপর যদি আস্থা থাকে তাহলেই এই জয় সম্ভব। যে জয় আমি সোনাখালিতে পেয়েছিলাম। এই আমার সোনাখালির শিক্ষা। সেই শিক্ষাই আমার সহযোদ্ধাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

পরের সংখ্যায় কাশ্মীরের পুঞ্চের ঘটনা বলার চেষ্টা করব।

জালাবেড়িয়া স্কুল বাড়িতে হিন্দু সংহিতর বৈঠকে নিজ অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছে এক মহিলা।

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ স্মরণসভা

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর একশো এগারোতম জন্মদিবস স্মরণসভায় বক্তব্যরত হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ।

গত ৬ই জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতির উদ্যোগে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১১১তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। ঐ দিন সকালে ময়দানে ডঃ মুখার্জীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিকালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্মরণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল উদ্যোক্তারা।

অনেক চিন্তাবিদ্, লেখক-গবেষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষও উপস্থিত ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে। সংহতির পক্ষ থেকে পূর্বেই উদ্যোক্তাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো হিন্দু সংহতির বিভিন্ন জেলার কর্মী সমর্থকরা দলে দলে এই স্মরণসভায় যোগ দিয়ে সভাগৃহ ভরিয়ে তোলে। তারা মিছিল করে শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু সংহতির নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে সভাকক্ষে প্রবেশ করে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের আলোচনায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বিভিন্ন কাজের দিক তুলে ধরলেও শ্যামাপ্রসাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যর দিকে আলোকপাত করতে পারেন নি। বলা চলে করতে চাননি। অনেকেই তাঁদের বক্তব্যে শ্যামাপ্রসাদকে এক সেকুলার রাজনীতিবিদ্ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

এই স্মরণসভায় ব্যতিক্রমী বক্তব্য রাখলেন শুধুমাত্র হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ। শ্রী ঘোষ বলেন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর হিন্দু চেতলায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতিতে এসেছিলেন। তাঁর জনসংঘ গড়ে তোলার মধ্যে হিন্দুত্ববাদই রয়েছে। তাঁর কাশ্মীরে গিয়ে আত্মবলিদান দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দ্বিচারিতা ও মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ডঃ মুখার্জীর জন্যই আমরা বাঙালি হিন্দুরা ভারতীয় নাগরিক, না হলে আমাদের বাংলাদেশী রিফিউজি হতে হত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এবং সে কারণেই শ্যামাপ্রসাদ যে কতখানি প্রাসঙ্গিক সেকথাও তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন। আজ ঘরে ঘরে শ্যামাপ্রসাদ গড়ে তুলতে হবে, নতুবা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আবার একদিন রিফিউজিতে পরিণত হতে হবে। শ্যামাপ্রসাদের আত্মবলিদান যাতে বিফলে না যায়, তাই বাংলার গ্রামে গ্রামে হিন্দু সংহতি হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বাংলার মাটি থেকে আর যাতে হিন্দুদের পালিয়ে যেতে না হয়, তারজন্য হিন্দু সংহতি দৃঢ় সংকল্প হয়ে লড়ছে। শ্রী তপন ঘোষের বক্তব্য উপস্থিত সকলের মধ্যে দারুণ আলোড়ন তোলে।

আসাম থেকে আগত গৌহাটির এম.পি. এবং প্রাক্তন কেন্দ্রিয় মন্ত্রী শ্রীমতি বিজয়া চক্রবর্তী তার বক্তব্যে বলেন, আসামে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দাপটে বাঙালি হিন্দু রিফিউজিদের অবস্থা কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বাস করার মতো। তাদেরকে সহযোগিতা করতে আসাম যাওয়ার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নেতৃত্বকে আহ্বান জানান।

এই স্মরণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাংসদ চন্দন মিত্র, বি.জে.পি.-র কেন্দ্রিয় নেতা শাহনায়াজ খান, বি.জে.পি.-র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা, প্রাক্তন কেন্দ্রিয় মন্ত্রী তপন সিকদার, অধ্যাপক শ্যামলেশ দাশ, অধ্যাপক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, মেজর জেনারেল কে.কে.গঙ্গোপাধ্যায়, স্মারক সমিতির সহ সভাপতি অমিতাভ ঘোষ, সংগঠন সম্পাদক মিহির সাহা, সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভাপতিত্ব করেন স্মারক সমিতির সভাপতি ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র গুপ্ত।

তমলুকে হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রাম। গত ১৭-৫-২০১২ তারিখে দামোদরপুরের লোকেরা দুজন চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। দীর্ঘদিন ধরেই এই গ্রামে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা বেড়েই চলেছে। উত্তেজিত জনতা চোরদুটিকে ধরে বেধড়ক প্রহার করে। জনতার মারে একজন চোরের মৃত্যু ঘটে। অন্যজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দুজন চোরই দামোদরপুরের পার্শ্ববর্তী মুসলিম প্রধান চাংসাপুর গ্রামের বাসিন্দা। হিন্দু কাফেরদের হাতে মুসলিম চোরের মৃত্যু ঘটেছে—এই অজুহাতে চাংসাপুরের মুসলিমরা হিন্দুপ্রধান অনন্তপুর গ্রাম আক্রমণ করে। অনন্তপুরের হিন্দুদেরকে মারধোর করা হয়। বহু দোকান ও ঘরবাড়ি লুট করা হয়। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর উত্তেজিত মুসলিম জনতা পথ অবরোধ করে এবং এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে গেলেও, এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ এবং কোনও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি।

গোপাল মুখার্জী (পাঁঠা) স্মরণসভা

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে আগামী ১৬ই আগস্ট শ্রী গোপালন মুখার্জী (গোপাল পাঁঠা নামে পরিচিত)-র একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। স্থান নির্দিষ্ট না হলেও কলকাতার কোন একটি জনপ্রিয় সভাগৃহে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের দাবীতে মুসলীম লীগের প্রতিনিধি জিন্না-সুরাবর্দিরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দেয়। সেইমতো ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট কলকাতা শহরে শুরু হয় হিন্দু নিধন। প্রথমদিনেই হতাহতের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যায়। সেই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নির্দেশে যে কয়জন বাঙালি হিন্দু মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে হিন্দুর জীবন, সম্পত্তি ও হিন্দু মহিলার সম্ভ্রম রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, গোপাল পাঁঠা তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু বর্তমানে মেকি ধর্মনিপরেক্ষতাবাদী ও মুসলিম তোষণকারী রাজনীতির ফলে তাঁর সেদিনকার বীরত্বপূর্ণ লড়াই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। হিন্দু সংহতি এই বীর হিন্দু সংগ্রামীকে যোগ্য সম্মান দিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে চায়। তাঁর সেদিনের সংগ্রাম কোন মহান দেশপ্রেমী রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে কম নয়, সে কথাই আজকের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে আগামী ১৬ই আগস্ট এই স্মরণসভার আয়োজন।

মগরাহাটে অসন্তোষ

(১) দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাট বাজারের উপর খালের উত্তর-পূর্ব পাড়ের খালের অর্ধেক জায়গা মাটি ফেলে বুজিয়ে প্রশাসন এবং মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের সামনেই বে-আইনিভাবে ব্যয়বহুল মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে আজান দেওয়া হচ্ছে। যেটা কিনাও বে-আইনি। ফলে এলাকার দেশপ্রেমী মানুষদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

(২) শিয়ালদহ দক্ষিণ ডায়মণ্ডহারবার শাখার মগরাহাট স্টেশন থেকে বাইরে আসা-যাওয়ার রাস্তা খুবই সঙ্কীর্ণ। কারণ স্টেশনে পূর্ব দিকে রেল লাইনের গা ধরে মুসলমানরা বে-আইনিভাবে দোকান সহ একটি দ্বিতল ব্যয়বহুল নামাজ ঘর করে দখল করেছে এবং তার পাশাপাশি গরুর মাংস ঝুলিয়ে বিক্রি করছে। এছাড়া পশ্চিম দিকেও ঠিক টিকিট কাউন্টারের সামনেই আরও একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে রেল কর্তাদের চোখের সামনেই। ফলে মগরাহাট রেলযাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ এবং ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাট ব্লকের মাইতির হাট গ্রামের হিন্দুরা সন্ত্রস্ত এবং রাতে ভয়ে ঘুমাতে পারছে না। কারণ উক্ত গ্রামের উত্তর দিকের দিঘিরপাড় নামক গ্রামের মুসলমানরা হিন্দুদেরকে ডাকাতি, ধর্ষণ করার হুমকির পাশাপাশি রোজ সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত বোমাবাজি করছে। মেকি ধর্মনিরপেক্ষ ধ্বজ্বাধারী মুসলমান তোষণকারী প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতাদের চোখ রাঙানির ভয়েও হিন্দুরা আরও ভীত। ফলে সমস্ত এলাকায় অসন্তোষ এবং ক্ষোভের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে।

(৪) দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার পার্শ্ববর্তী হরিশঙ্করপুর মাঠে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাৎসরিক ঘোড় দৌড় এবং মেলা বন্ধ হয়ে গেল। কারণ প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছরও ঘোড়দৌড়ের সময় উপস্থিত দর্শক মহিলা এবং কিশোরীদেরকে উত্যক্ত এবং শ্লীলতাহানির করার চেষ্টা করে মুসলমান ছেলেরা। হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে মুসলমানরা হিন্দুদেরকে প্রচণ্ড মারধোর করে এবং হুমকি দেয় যে থানায় জানালে ফল আরো খারাপ হবে। তাই হিন্দুরা মুসলিম তোষণকারী নেতা এবং প্রশাসনিক কর্তাদেরকে জানাতে আরো ভয় পাচ্ছে। ফলে অসন্তোষ এবং ক্ষোভের জন্য হিন্দুরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘোড়দৌড় বন্ধ করে দেয়।

তালিবানী উল্লাসে বিশ্ব স্তম্ভিত

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে নেটো সৈন্যরা পাহারা দিলে কি হবে, গ্রামে চলছে তালিবানি শাসন। দেশের আইন নয়, শরিয়তের নির্দেশ মেনে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি হিসাবে হাত কাটা, পা কাটা, হত্যা করা ইত্যাদি করেই চলেছে কট্টর ইসলামপন্থীরা। এরকম একটি সদ্য ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়েছে।

ইন্টারনেটে দেওয়া একটি ভিডিও ক্লিপিং-এ দেখা যাচ্ছে যে কাবুলের উত্তর পরোয়ান প্রদেশে এক স্থানে প্রায় দেড়শো মানুষ জমা হয়েছে, তাদের সামান্য দূরে পিছন দিকে মুখ করে বসে আছে প্রায় কুড়ি বছর বয়সী এক মহিলা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—সে পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। তাই তার স্বামী একটি বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে পর পর ন'বার গুলি করলো। সেই মেয়েটি লুটিয়ে পড়ল, রক্তের ধারা মাটি ভিজিয়ে দিল। ওখানে এই দৃশ্য দেখে সমবেত জনতা উল্লাসে ও আনন্দে হাসতে লাগলো ও আল্লা-হু-আকবর বলে বন্দুকধারীকে বাহবা দিতে লাগলো।

কাবুলে ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই ঘটনার প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু ভারতের কোন স্থানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012